তারিখ ..25 JAN 2016 ...
পৃষ্ঠা ...৩... কলাম ...2.....

সমকাল

ঢাবিতে ঝুঁকিপূর্ণ বসবাস

■ রেজা আকাশ

প্রাচ্যের অক্সফোর্ড হিসেবে খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৫ হাজার শিক্ষার্থীর অধিকাংশই থাকেন আবাসিক হল কিংবা ভবনগুলোতে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ কয়েকটি হল পুরনো ও জরাজীর্ণ। সেগুলো সংস্কারের অভাবে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বাস করছেন হাজার হাজার শিক্ষার্থী। বারবার ভূমিকম্পের ঘটনায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন তারা। গত ৪ জানুয়ারির ভূমিকম্পের পর হলের শিক্ষার্থীরা আরও বেশি আতঙ্কে ভুগছেন। ৬ দশমিক ৭ মাত্রার ওই ভূমিকম্পে বিভিন্ন হলের কমপক্ষে ২৫ শিক্ষার্থী আহত হন। তারা সবাই ভূমিকম্পের সময় আতঙ্কিত হয়ে বিভিন্ন ভবন থেকে নিচে লাফ দিয়েছিলেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সূর্য সেন হল, মুহসীন হল, জহুরুল হক হল, রোকেয়া হল, শামসুন্নাহার হল, জগন্নাথ হল সবচেয়ে পুরনো ও ঝুঁকিপূর্ণ। এ হলগুলো ঘুরে দেখা যায়, বিম, পিলারসহ বিভিন্ন স্থানে বড় বড় ফাটল ধরেছে। অনেক জায়গায় ছাদের পলেস্তারা খসে পড়েছে। জংধরা রড সিলিং দিয়ে বেরিয়ে এসেছে। এর মধ্যে সূর্য সেন হল ও মুহসীন হলের টিভি কক্ষের ছাদ ধসে পড়ার ঘটনাও ঘটেছে। তার পরও এসব হলে ধারণক্ষমতার কয়েকগুণ শিক্ষার্থী গাদাগাদি করে বসবাস করছেন।

ভূমিকম্পে শিক্ষার্থীদের আতঙ্ক নিয়ে জানতে চাইলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ব বিভাগের চেয়ারপারসন অধ্যাপক ড. সৈয়দ হুমায়ুন আখতার বলেন, ৬ দশমিক ৭ মাত্রার ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থল দূরে হওয়ায় হয়তো তেমন ক্ষতি হয়নি। তবে যে কোনো সময় আরও বেশি মাত্রার ভূমিকম্প আঘাত হানতে পারে। তখন কেন্দ্রস্থল বাংলাদেশের যে কোনো স্থানে হতে পারে। তাই আতঙ্ক থাকাটাই স্বাভাবিক। ঢাবির ভবন নির্মাণে ভূমিকম্প রোধসহ বিল্ডিং কোড অনুসরণ করা হয় না জানিয়ে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের দায়িত্বশীলতার অভাব তুলে ধরেন। যথাযথ বিল্ডিং কোড অনুসরণ না করায় উদ্বোধনের কয়েক মাসের মধ্যেই ঢাবির বিজয় একাত্তর হল ও বিএনপি আমলে নির্মিত শামসুন্নাহার হলের একটি ভবনে ফাটল দেখা দেয়। শামসুন্নাহার হলের ওই ভবন থেকে এখন মেয়েদের অন্য ভবনে ও সুফিয়া কামাল হলে সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে।

গত বছর ঢাবির ঝুঁকিপূর্ণ চারটি হলে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) একটি বিশেষজ্ঞ দল সার্ভে করে। চারটি হল সংস্কার কার্যক্রমের টিমপ্রধান অধ্যাপক ড. সৈয়দ ইশতিয়াক আহমাদ বলেন, ভবনগুলোর অবস্থা মোটেও ভালো নয়। যে কোনো মাত্রার ভূমিকম্প হলেই বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। অতি দ্রুতই ভবনগুলো সংস্কার করা উচিত। নতুন নকশা অনুযায়ী সংস্কার করা হলে ভবনগুলোয় নতুন ভবনের ■ পৃষ্ঠা ১৭ : কলাম ১

ঢাবিতে ঝুঁকিপূর্ণ বসবাস

[তৃতীয় পৃষ্ঠার পর]

মতোই শক্তি সঞ্চারিত হবে। আগামী ২০-৩০ বছরে কোনো ক্ষয়ক্ষতি হবে না। এ বিষয়ে একটি ভবন সংস্কারের নকশা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে দেওয়া হয়েছে।

প্রশাসন সূত্রে জানা যায়, ২০১৩ সালের ৮ মে মুহসীন হলের টেলিভিশন কক্ষের ছাদ ধসে পড়ার পরিপ্রেক্ষিতে তিন বছর মেয়াদে চারটি হল সংস্কারে একটি উন্নয়ন প্রকল্প শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পাঠায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। মন্ত্রণালয় হলগুলোতে জরুরি সংস্কারে দুই অর্থবছরে ১০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়। তবে সংস্কারের নতুন নকশা অনুযায়ী অর্থের প্রয়োজন ১৮ কোটি টাকা। ৮ কোটি টাকা এখনও ঘাটতি আছে। দীর্ঘদিন অর্থছাড়ের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়ে পড়ে থাকার পর ২০১৫ অর্থবছরে বাজেটে পাঁচ কোটি টাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে দেওয়া হয়েছে। অর্থ বরাদ্দের পর তিনটি হলে সংস্কার কাজ শুরু হয় গত নভেম্বর মাস থেকে।

তবে এ তিনটি হলে সংস্কারের মান ও গতিশীলতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন শিক্ষার্থীরা। তারা বলেন, তিন মাসেও হলগুলোতে কাজের কোনো অগ্রগতি দেখিনি। শুধু পলেস্তারা করে ভবনের ক্ষতগুলো পূরণ করা হচ্ছে।

সংস্কারের ব্যাপারে সূর্য সেন হলের প্রাধ্যক্ষ ও আর্থ অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. এএসএম মাকসুদ কামাল সমকালকে বলেন, ঢাবির হলগুলোতে বুয়েটের সার্ভে টিমের নকশার আদলেই সংস্কার কাজ শুরু হয়েছে। সেটা সিস্মোগ্রাফি জ্যাকেটিং পদ্ধতি অনুসারে করা হচ্ছে, যাতে হলগুলো আরও মজবুত ও ভূমিকম্প সহনীয় হয়। এ বছরের শুকনো মৌসুমের মধ্যেই ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের কাজ শেষ করার কথা। তবে শিক্ষার্থীরা অসহযোগিতা করলে এ কাজ পিছিয়ে যেতে পারে।

সার্বিক বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটি ঝুঁকিপূর্ণ ভবনের সংস্কারকাজ শুরু হয়েছে। বাকিগুলো ক্রমান্বয়ে সংস্কার করা হবে। এছাড়া ঝুঁকিপূর্ণ ও ছোট হলগুলো ভেঙে বড় পরিসরে হল নির্মাণের একটি পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষের আছে।